Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

2 February 2024 / 21 Rejab 1445H

ফতোয়াঃ সমাজ সম্পর্কে সমকালীন ধর্মীয় নির্দেশনা

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَاب، تَبصِرَةً لِأُولِي الأَلبَابِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَربَاب، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ إِلَى خَيرِ أُمَّةٍ بِأَشرَفِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ الأَنجَابِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا دَائِمَينِ إِلَى يَومِ المَآبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। আমরা যেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাঁরা তাকওয়া-প্রাপ্ত এবং যাঁরা সর্বদা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে থাকেন।

ইসলাম ধর্মানুসারী প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সুয়ার নহলের ৪৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣

অর্থঃ *আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; [সূরা নাহল: 43]*

যে আয়াতটি এই মুহূর্তে পড়লাম, এখানে " জ্ঞানী" মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা বিশেষভাবে সম্মানিত মানুষ। জীবনে চলার পথে আমরা যখন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন সমস্যাগুলির সমাধান লাভের জন্য আমাদের সাহায্য নেয়া দরকার তাঁদের যাঁদের সেই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য পান্ডিত্য আছে, যাঁরা সেই বিষয়ে পারদর্শী। এই নীতিটি এমন যখন আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রবিষয়ক কোন জটিলতা দেখা দিলে আমরা শরণাপন্ন হবো সেই বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞের কাছে। ধর্মীয়বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। আর যদি আমরা কোন বিষয়ে পরামর্শ লাভের জন্য যথোপযুক্ত লোকের কাছে না যাই তবে আমরা নিজেরা হতাশ হবো এবং এর ফলে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের অন্যান্যদের জীবনেও এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

ইসলামের মূল মন্ত্রগুলি স্পষ্টাকারে পবিত্র কোরান শরীফে এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার প্রেরিত রসুল (সঃ) এর সুন্নাহতেও বর্ণিত আছে এবং সেকালের প্রথিতযশা পন্ডিতগণের সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্মিত দলিলেও এ সম্বন্ধে বলা আছে। যাই হোক সতত পরিবর্তনশীল বর্তমান সমকালীন জীবনে অনেক ঘটনা বা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেগুলির সমাধান ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা যে বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের ক্ষেত্রটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি সেখানে অনেক জটিল বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই সেইখানে আমরা দেখতে পাই ফতোয়া অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর মত একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যখন কোভিড-১৯ সারা পৃথিবীতে আঘাত হানল এবং তার প্রকোপ ছড়িয়ে পরল সর্বত্র তখন আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে্র নানা ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। এতে করে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনেও নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয় যেগুলির জন্য ধর্মীয় নির্দেশনার প্রয়োজন হয়।

সেসময় সিঙ্গাপুরের ফতোয়া কমিটি এইসব সমস্যার সমাধানে কিছু কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেয়। ফতোয়া কমিটির তেমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত হলো, কোভিড-কালীন সময়ে হজ্বে যাওয়া স্থগিত রাখা, কোভিডের কারণে যে সকল পরিবারের আর্থিক উপার্জন ভয়াবহভাবে কমে আসে তাদেরকে জাকাত ফান্ড থেকে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

সমাজের সদস্য হিসাবে আমাদের জানা ও বোঝা দরকার যে ফতোয়ার এইসকল সিদ্ধান্তের পিছনে একটি যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। এই বিষয়ে আমাদের হতে হবে সংস্কারমুক্ত এবং জারীকৃত ফতোয়ার প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। এইসকল ফতোয়ার সিদ্ধান্তগুলিকে পবিত্র কোরান, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাহ-র ওপর ভিত্তি করে এবং বৈধ নীতিমালা ও সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করেই জারী করা হয়।

ফতোয়া সম্পর্কে ভিন্নমত থাকা খুব স্বাভাবিক এবং তা অনুমোদনযোগ্য ব্যাপার কিন্তু কোনভাবেই যা অনুমোদন করা যায় না তা হলো আমার মতের সাথে অমিল হলেই কাউকে অসম্মান করা বা ছোট করা । এমন ঘৃণ্য আচরণ করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। নবী করিম(সঃ) আমাদেরকে বলে গেছেন,

لَيْسَ اَلْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اَللَّعَّانُ، وَلَا اَلْفَاحِشَ، وَلَا اَلْبَذِيءَ

যার অর্থঃ যে দল অন্যকে অপমান করে, অভিশাপ দেয়, যে দল পরচর্চা করে এবং যে দল অতি মন্দ কথা বলে সেসব দলের কোন মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ হতে পারে না। [ঈমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস]

জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আজকের খুতবা থেকে যে **তিনটি** গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা পেলাম সেগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই,

প্রথমতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনযাত্রা কেমন হবে সে সম্পর্কে ফতোয়া একটি নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সর্ব সাধারণের কল্যাণ সাধনকে লক্ষ্য রেখে প্রতিটি ফতোয়া জারী করার পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত বিচার বিশ্লেষণ এবং সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেগুলি সমাধানের জন্য আমাদের সাহায্য নেয়া উচিত তাঁদের কাছ থেকে যাঁরা এই বিষয়ে পারদর্শী।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় বিষয়ে কিম্বা ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি কারো দ্বিমত থাকে তবে তা আমাদের সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনভাবেই বাধাস্বরূপ হয় না বরং ফলস্বরূপ আমরা এই বিষয়ে জ্ঞান আর্জন করে আরো বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারি।

সর্বশেষে বলা যায়ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় জ্ঞান এবং যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি সমাজের আধুনিক সমস্যাগুলিকে আস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করতে সক্ষম করে ফতোয়া।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা যেন আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.